দূরদৃষ্টি

ড.শামস্ রহমান

অতীতের গল্প ———

"Would you tell me, please,
Which way I ought to go
from here?" asked Alice.
"That depends a good deal
on where you want to
get to", said the Cat.

(Alice's Adventures in Wonderland)

অতীত ও বর্তমান - গল্প নয় ———

ভাষা-আন্দোলন কেবল ভাষার আন্দোলন নয়;
যা কিনা সৃষ্টি করেছে বিশ্বময় এক বিশ্বয়।

এ ছিল মূক্তির আন্দোলন —
চলা-চলে মুক্তি;
যঠরের-যন্ত্রণায় মুক্তি;
চিন্তা-চেতনায় মুক্তি।

যে মুক্তি হবে —
স্রোতের মত চঞ্চল;
হিরকের মত উজ্জ্বল;
হরিনীর মত চপলা-চপল।

যার কিরন করবে বিকিরন —
বইঠা ও লাঙ্গলের মাঝে;
ইটের ভাজে;
তাঁতের কাজে — সকাল সাঁঝে।

যে মুক্তির থাকবে স্পর্শ –
মঞ্চ-কথার ভঙ্গিতে;
কলমের পক্তিতে;
মানবতার হাতছানিতে।

যার মন্ত্রে জ্বলবে বাতি –
'মাটির ময়নার' অন্তরে;
উড়বে প্রজাপতি –
শোঁয়ো পোকার আবরণ খুলে।

অন্ততঃ সেটাই ছিল আশা।

বর্তমানের গল্প ———

ঊনিশ বছরে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেলেও, অনিকের নিজের গাড়ি হয়নি তখনো। আজ এ গাড়ি। কাল সে গাড়ি। আজ মায়ের গাড়ি, কাল বাবার গাড়ি। এ ভাবে চালায় বেশ অনেকটা সময়। আজ কর্ণার সপ থেকে মিল্ক। কাল স্টেশন। পরশু বন্ধুর বাড়ীতে আড্ডা। এ ধরনের যাওয়া-আসার মাঝে অনিক গাড়ি ধীরে ও দ্রুত চালানোর দক্ষতা অর্জন করেছে ভালই। ব্যথাস্ট ও মেলবর্ণ কার রেস দেখে দেখে রপ্ত করেছে গাড়ি চালানোর সব রকমের কলা-কৌশল। গিয়ার চেঞ্জ, টার্নিং স্পিড নিয়ন্ত্রণ এবং ওভার-টেকিং'এর কায়দায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে। মাইকেল সূমেকার ওর সবচেয়ে প্রিয় চালক।

ট্রাফিক আইনের প্রতি অনিকের গভীর শ্রদ্ধা। ষাটের রাস্তায় ষাটে, সত্তুরে সত্তুর। একশ দশের রাস্তায়, একশ দশে চালাতেই সে অভ্যস্ত। পথচারীর অধিকার ও যান-বাহনের গতি বিধি ভালই বোঝে। ষাটের রাস্তায় কেউ আশিতে গেলে তা বিপদজ্বনকতো বটেই। তাছাড়া, অনিকের কাছে মনে হয় এ অর্থহীন এবং সম্পদের অপচয়। আবার একশ বিশের রাস্তায় কেউ যদি আশি বা নব্বইয়ে চালায়, ওর কাছে তা ইনিফিশেন্ট। সময় ও সম্পদ উভয়েরই অপচয়। অনিকের কাছে তা মোটেই গ্রহনযোগ্য নয়।

একুশ বছরে মাথায় এসে গাড়ি একখানা হলো। যদিও চোখ ছিল MG'এর ওপর, জোটে '৮৩ মডেলের টয়োটা কোরোনা। টু-পয়েন্ট-টু লিটার। বয়েস হলেও বডি দারুন শক্ত। মরচে ধরেনি কোথাও। সামনে মোটা বাম্পার। পেছনে টো-বার। ইঞ্জিনের পুরানো ওয়েল ফ্লাশ-আউট করে অনিক নিজেই। স্টেয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিক্ষা করে, এর সাথে

সংযুক্ত ট্রাপেজিয়ামের মেকানিজম্। স্পার্ক-প্লাগ, ওয়েল ফিল্টার বদল করে ধুয়ে মুছে তক্-তক্। ইদানিং আহার ও নিদ্রার মাঝেও অনিকের মন পড়ে থাকে ঐ গাড়িতে। ইঞ্জিনের কোন অবাঞ্ছিত শব্দ ওর কানে বাজে - ইশ্! অনিকের গাড়ি চালানোর দক্ষতা আর কোরোনার কর্মশক্তি যেন একই তালে বইতে থাকে।

পাশের সাবার্বে থাকে জন - অনিকের সহপাঠি। দুজন প্রায়ই একসাথে ইউনি'তে যায়। বাড়ী থেকে বের হয়ে জনকে পিক্ করে, সোজা M4'এ পড়ে। তারপর ইউনি পোঁছে যেতে লাগে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট।

সেদিন ছিল শীতের সকাল। মেঘলা। প্রচন্ড ঠান্ডা। তবে ইতিমধ্যে কুঁয়াশা প্রায় কেটে গেছে। M4'এ উঠতেই অনিকের সামনে পড়ে মস্তবড় এক ট্রাক। দৌর্ঘ-প্রস্থ ও উচ্চতায় যেন যুদ্ধ-জাহাজ 'রোনালড্ রেগান'। নানা রং ও সাজে সজ্জিত। মূল দেহটা লাল ও নীলে আকাঁ। পিছন দিকটা হলদে। কাল মাড-ফ্লাপ। তলদেশে এটে দিয়েছে স্পেয়ার হুইল। দেখতে লাগে বেশ। ট্রাকের গাঁয়ে কায়দা করে লিখেছে হরেক রকমের নিয়ম-কানুনের কথা - "If you can't see my side mirror, I can't see you"। সেই সাথে আরও আছে - "maximum speed 120 km"; "Keep safe distance" । আকাশ ফাটিয়ে, বাতাস কাঁপিয়ে প্রচন্ড গর্জনে ছুট্ছিল ট্রাকটি। তবে এর গতি ছিল আশির কোঠায়। যেখানে গতিসীমা একশ বিশ, সেখানে আশি! ট্রকের মন্থর গতি অনিকের 'ভিশন' ও গতি রোধ করে। তখন সে আর সামনে কিছু দেখিতে পারে না। পারে না দ্রুত সামনে যেতে। অনিক একশ বিশে চালাতে পারদর্শী। কোরোনারও আছে সমমাপের কর্মশক্তি। উপায় না দেখে, অনিক স্টেয়ারিং হুইলের হ্যচ্কা টানে, মাঝ লেন থেকে চলে আসে প্রথম লেনে। মূহুর্তে ট্রাক চালকও চলে আসে প্রথম লেনে। এ অবস্থায় পাশ কাটিয়ে ট্রাককে ওভার-টেক করা সম্ভব হয় না। অনিক ভাবে, ট্রাক চালক নিশ্চয়ই ডানে কোথাও টার্ণ করবে - হয়তো ক্যানবেরার পথে যাবে। তাই সে আবার মধ্য লেনে ফিরে আসে। নিমিষে ট্রাকও মধ্য লেনে চলে আসে, সরাসরি অনিকের সামনে অবস্থান নেয় এবং পূর্বের মতই মন্থর গতিতে চলতে থাকে। আবার চলে লেন বদলের এ খেলা। এভাবে প্রথম লেন, মধ্য লেন; মধ্য লেন, প্রথম লেন করে কাটে বেশ কিছুক্ষন। অনিক ভাবে - 'ব্যাপারটা কি? ট্রাকটা পথও ছাড়ে না, দ্রুত পথও চলে না। এভাবে তো গাড়ি চালানো যায় না'। কালক্ষেপ না করে বুদ্ধি আটে সে। গিয়ার লিভার টপ্-গিয়ার পজিশনে দিয়ে, এক্সিলেটরে জোরে চাপে। এবার আর মধ্য লেন থেকে প্রথম লেনে নয়, সে সরাসরি তৃতীয় লেনে চলে যায়। ট্রাককে পাশ কাটিয়ে দ্রুত সামনে ছুটে। দেখতে না দেখতেই অনিকের কোরোনা ট্রাকের নাগালের বাইরে চলে আসে। ওর সামনে তখন আর ওর 'ভিশন' ও গতি রোধ করার মত কিছু থাকে না। পিছনে তাকিয়ে দেখে ট্রাকটা দূর থেকে ওকেই অনুসরন করছে। ব্যাপারটা কিছুটা বিপদজ্বনক ছিল ঠিকই, কিন্তু উপায় কি? জন এতক্ষন অস্থির চিত্বে বসে ছিল অনিকের পাশে। কিছুই বলেনি তাকে।

সেদিন গৃষ্মের সকাল। রোদ, আলো এবং নীল আকাশ; ইউক্যালিপ্টাস, ফুল ও পাখী মিলে চমৎকার একটি সকাল। অনিক জনকে ওর বাড়ি থেকে পিক্ করে উঠে পরে M4'এ। সেই শীতের সকালের মত, আজও সামনে পরে বিশাল এক ট্রাক। রঙ্গে ততটা উজ্জ্বল নয়। এতটা সাজানো-গোছানোও নয়। বেগের কারণে বডিটা এব্রো-থেব্রো। অবস্থা বেগতিক হতে পারে ভেবে, জন জড়-সড় হয়ে বসে। সিট-বেল্ট ঠিকমত বাকেলে এটেছে কিনা, পরিক্ষা করে দেখে। আর বা হাত দিয়ে হাতল ধরে, শক্ত করে। না! অনিকের মধ্য লেন থেকে প্রথম বা তৃতীয় লেনে যাবার কোন লক্ষণই নেই। ট্রাককে পাশ কাটিয়ে সামনে যাওয়ারও কোন আগ্রহ নেই। অনিককে তখন সকালের মতই শান্ত দেখায়। জন ভেবে পায় না কিছু - 'ব্যাপারটা কি?'। তবে মুখফুটে বলে না কিছুই।

নির্ধারিত সময়ে ওরা পৌঁছে যায় বিশ্ববিদ্যালয়। গাড়ি থেকে নামার সময় জন জিজ্ঞেস করে - 'আজ যে তুমি, এ-লেন সে-লেন কররে না? ট্রাকটাকে পাশ কেটে সামনে গেলে না?' অনিক বলে - 'আজগের ট্রাকের গতি ছিল একশ বিশ। আমাদেরও প্রায় একই গতি। এটাই তো সঠিক গতি। আমাদের 'ভিশন' রোধ করেছে ঠিকই, তবে সঠিক গতির কারণে ট্রাকের 'ভিশনই' হয়ে উঠে আমাদের 'ভিশন'। দেখ, আজ কত সহজে ও নিশ্চিন্তে পৌঁছে গেছি গন্তব্যে।'

পারবে কি অনিকের স্বল্প সময়ের গতিময় ট্রাকটি দীর্ঘ পথের সাথি হতে?